তারিখ: 01 APR 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

শৃংখলা ভঙ্গ

রুয়েটের দুই ছাত্রকে আজীবন বহিষ্কার
১৩ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

রাজশাহী ব্যুরো

একাডেমিক শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২ ছাত্রকে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১৩ ছাত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে শাস্তি মওকুফের জন্য ছাত্ররা আবেদন করতে পারবেন বলে রুয়েটের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে। আজীবনের জন্য বহিষ্কৃত দু'জন হলেন তড়িৎ কৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ফজলে রাব্বি রনি ও যন্ত্র কৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নাফিজ হোসেন খান। বিভিন্ন মেয়াদে যে ১৩ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তারা হলেন— পুরকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র গোলাম রাব্বানীকে এক সেমিস্টার, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মেহেদী হাসান, রুহুল আমিন মুকুট, পুরকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রবিউল আলমকে দুই সেমিস্টার, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ইকবাল হোসেন রাসেল ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ইমদাদুল হককে চার সেমিস্টার ও হলের সিট বাতিল, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র শরিফুল ইসলাম সুমনকে দুই সেমিস্টার ও হলের সিট বাতিল, পুরকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আল আমিন, মিলন মিয়া ও আবদুল্লাহ আল মামুনকে এক সেমিস্টার ও হলের সিট বাতিল, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সঞ্জয় প্রসাদ শাহ সনেটের দুই সেমিস্টার ও হলের সিট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও তড়িৎ কৌশল বিভাগের আমিনুল হক সাগর ও পুরকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র নূর আলম লালনকে সতর্ক হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান, ২০০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রুয়েটের শহীদ জিয়াউর রহমান হল ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র শরিফুল ইসলাম সুমন কাউকে না জানিয়ে তার ভাই ও ভাবীকে তার কক্ষে নিয়ে যায়। পরে কর্তব্যরত গার্ড বিষয়টি হল প্রশাসনকে জানালে কর্তৃপক্ষ সুমনকে শোকজ করেন। এ ঘটনায় সুমন তার বন্ধু ও সহযোগীদের নিয়ে গার্ড নুরুল ইসলামের বড় ভাইয়ের দোকানে হামলা চালায় এবং ফটোকপি মেশিন ও হলের প্রভোস্টের কার্যালয় ভাংচুর করে। এ ঘটনায় হল কর্তৃপক্ষ তড়িৎ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক তাহের আহমেদকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি তদন্ত শেষে ১৫ ছাত্রকে অভিযুক্ত করে তদন্ত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে। তদন্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে রুয়েটের বোর্ড অব ডিসিপ্লিন কমিটি চলতি মাসের ৪ তারিখে ১৫ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে রুয়েটের উপাচার্য প্রফেসর আনওয়ারুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই বোর্ড অব ডিসিপ্লিন কমিটি এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে ওই শিক্ষার্থীরা তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করলে বিষয়টি নিয়ে সিন্ডিকেটে আলোচনা করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।